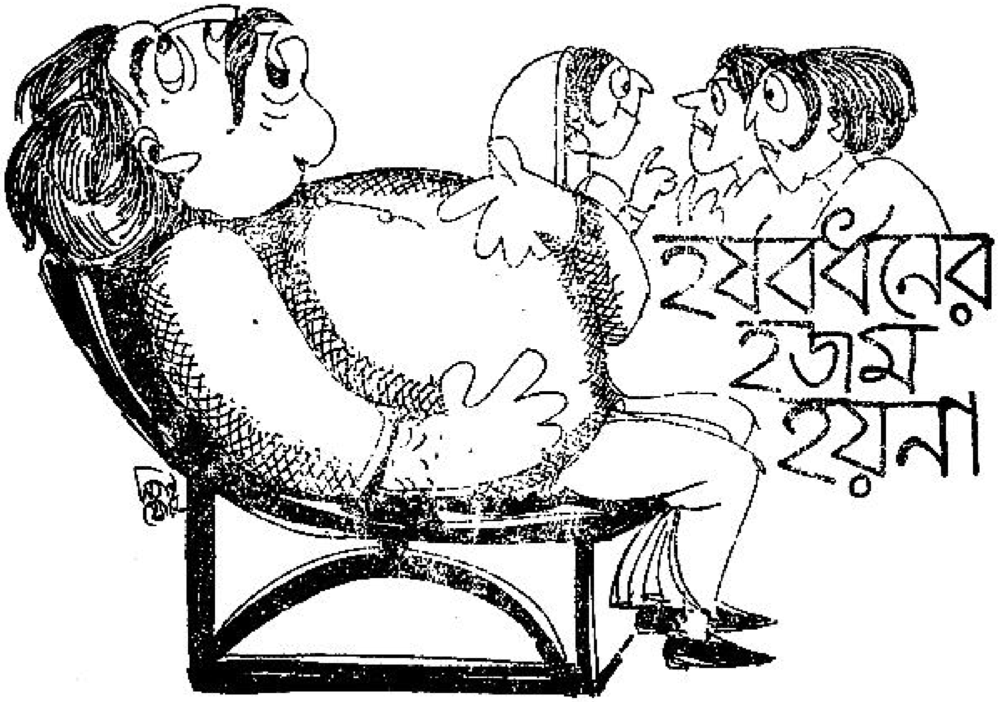

ঘুম থেকে উঠেই হর্ষবর্ধনের আমন্ত্রণটা পেলাম। কিন্তু তেমন হৃষ্ট হতে পারলাম না যেন। কেননা কানাঘুষায় শুনেছিলাম যে……

গোবর্ধনই এসেছিল নেমন্তন্ন নিয়ে—

'ব্যাপার কি হে? তোমাদের কারো জন্মদিনটিন নাকি আজ?' জিগ্যেস করলাম।

'না মশাই।'

'তবে কি বৌদির বিয়ের নাকি?'

'সে আবার কি?' সে অবাক হয়ঃ 'বৌদির বিয়ে ত কবেই হয়ে গেছে! দাদার সঙ্গেই হয়েছে ত!'

'আহাহা! সে কথা বলছি কি!' আমি শুধরে নিই কথাটা—'তা কি আমি আর জানিনে! দিদিজ আর বর্ণ বাট বৌদিজ মেড্।—' বলে আমার মেড্ইজি বার করি 'জন্মসূত্রেই আমরা দিদিদের পাই, কিন্তু বৌদি পেতে হলে দাদার বিয়ে দিতে হয়। দাদা বিয়ে করলে তবেই না আমাদের বৌদি মেলে। আমি তা বলিনি, আমি বলেছি যে বৌদির বিয়ের .. মানে, তোমার বৌদির বিবাহতিথির উৎসব না কি আজ, তাই আমি জানতে চাইছিলাম অবশ্যি সেটাকে তোমার দাদারও বিয়ের দিনের পরব বলা যায়।'

'না, তেমন কিছু কাণ্ড নয়।' সে জানায়, 'এমনি আপনাকে খেতে ডেকেছেন দাদা। দুপুরের খাওয়াটা আমাদের ওখানে সারবেন আজকে।'

'তা বেশ!' আমি বললাম। আর ভাবলাম আরো বেশ হল সকালে।

খাওয়াটা না খেলেই চলবে আজ। পয়সাটাও বেঁচে গেল আর খিদেটাকেও বেশ চাগিয়ে তোলা যাবে। দুপুরেই ভূরিভোজের ডবল ডোজে সুদে আসলে উসুল হয়ে যাবে সব।

'তা, কী বাজার হয়েছে বলত? বাজারে গেছল কে আজ? তুমি না তোমার দাদা?'

ভূরিভোজের গোড়াগুড়ির থেকে এগুনোই আমার অভিলাষ।

'বাজার কিসের! বাজারে কেউ যায়ই না আজকাল। বাজারমুখোই হয় না কেউ।' ব্যাজার মুখ করে সে জানায়।

'বল কি হে? কারণ?'

'কারণ দাদার কিছুই আর হজম হয়না আজকাল। কবরেজ কিন্তু বলছে যে অগ্নিমান্দ্য। তা সে গরহজম বা অগ্নিমান্দ্য যাই হোক না, কিচ্ছু খেতে দিচ্ছে না দাদাকে এখন। না কবরেজ, না বৌদি। কেবল ভাস্কর লবণ খেয়ে খেয়ে রয়েছে আমার দাদা। আর কী একটা যেন হর্জামগুলি।'

'অ্যাঁ?' শুনে আমায় চমকাতে হয়। তাহলে গুজবটা যা শুনেছি নেহাত মিথ্যে নয়।

'হ্যাঁ। কবরেজ বলেছে যে গান্ডে-পিন্ডে গিলে গিলেই—নানারকম খাদ্যাখাদ্য খেয়েই নাকি এই শক্ত ব্যামোটা দাঁড়িয়েছে। এখন সব খাওয়া দাওয়া বন্ধ তাই।'

'তাহলে আমি··· ' একটু ইতস্তত করে বলি—'তোমার দাদা কিচ্ছুটি খাবেন না। আর আমি তাহলে এমতাবস্থায়··· ভেবে দ্যাখো। যাওয়াটা কি খুব ঠিক হবে? মানে, গিয়ে খাওয়াটা? তারপর বলছো যে বাজার টাজারও বিশেষ কিছু হয়নিকো······'

'না না! বৌদি নিশ্চয়ই আপনার জন্যে কিছু আনাবেন। আলাদা করে বানাবেন নিশ্চয় কিছু।'

'কিন্তু তাহলেও······।' বলতে গিয়েও বলতে আমার বাধে।

তাহলেও দৃশ্যটা তেমন হর্ষজনক নয়। হর্ষবর্ধন কিছুটি খাবেন না, আর আমি তাঁর সামনে বসে মাছ মাংস দই রাবড়ি পায়েস পিস্টক ইত্যাদির ইস্টক ক্রিয়ার করব—বসে বসে গিলতে থাকব, দেখতে তেমন যেন সুচারু নয়। হর্ষবর্ধক তো নয়ই।

আরও খারাপ লাগল এই ভেবে, যে-হর্ষবর্ধন খাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে সহর্ষ—নিজে যেমন খেতে চান নানান রকম তেমনি খাওয়াতে চান অপরকে — সেই তিনি নাকি দাঁতে কুটোটি না দিয়ে পড়ে রয়েছেন! এর চেয়ে রোমহর্ষক আর কিছু হতেই পারে না

কিন্তু কিন্তু করেও গেলাম শেষ পর্যন্ত।

আমাকে দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠলেন হর্ষবর্ধন। খেয়ো লোককে দেখলে

কোন্ খাইয়ের না আনন্দ হয়।—'এই যে আপনি এসেছেন! এসে গেছেন ঠিক সময়েই!' বললেন তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে।

'বৌদির সঙ্গে একটু কথা কয়ে আসি।' বলে আমি সটান রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াই। ছিঁচকাঁদুনের ঝোঁক যেমন কান্নার দিকে, চোরের মন বোঁচকার দিকে, তেমনি আমায় টানে স্বভাবতই রান্নাঘরের পানে খাবারের খোঁজ-খবরে।

হর্ষবর্ধনও এলেন আমার পিছু পিছু।

'কী রেঁধেছেন বৌদি আজ?' আমার সোৎসুক জিজ্ঞাসা।

কী আর রাঁধবো ঠাকুরপো, উনি তো গাঁদাল পাতার ঝোল আর পুরোনো চালের চারটি ভাত ছাড়া কিছু খান না—কবরেজের নিয়ম সেই রকম। তাই রেঁধেছি আজ ডবোল করে।'

'ডবোল করে কেন? ও, গোবরাও তাই খাচ্ছে বুঝি - দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে? পেটের অসুখ না হলেও খাচ্ছে?'

'খেলে তো বাঁচতুম। তাহলে কোনদিন আর পেটের অসুখ করত না ওর পেটের অসুখ হলে খাওয়ার চাইতে, না হতেই তাই খাওয়াটা কি আরো ভালো নয় ভাই? ওকে তো বোঝাচ্ছি এত করে। তোর দাদার মতন বাইরে গিলে ব্যারাম বাধাবি কোনদিন—কিন্তু শুনেছে কি? ও একদম বাড়িতে খায় না আজকাল। বাইরে কোথায় কোন হোটেল টোটেল থেকে খেয়ে আসে নাকি।'

'আর আপনি? আপনি তো এই গাঁদাল—'

'না, আমি দিদির বাড়ি খাই গিয়ে। যেদিন থেকে ওঁর অসুখ করেছে দিদি বলেছেন আমার বাড়িতেই খেয়ে যাবি—যা হয় চারটি খাবি এসে।'

'তাহলে ডবোল রেঁধেছেন কেন?'

'কেন আবার! ওঁর আর আপনার দুজনের জন্যেই রেঁধেছি তো!'

শুনে আমার মাথায় যেন বাজ পড়ে।—'কিন্তু আমার তো কোন পেটের অসুখ করেনি বৌদি। কক্ষনো করে না—কস্মিন কালেও নয়।'

'ব্যারাম হবার আগেই সারানো ভালো নয় কি ভাই? রোগ হলে ত হয়েই গেল, যাতে না হয় তার চেষ্টা করাই কি উচিত নয় আমাদের? কবরেজের ব্যবস্থাটা তো বেশ ভালো বলেই বোধ হচ্ছে আমার......।'

'তা তো হবেই। ক্ষোভে যেন ফেটে পড়েন হর্ষবর্ধন—'এক গাদা রাঁধতে হচ্ছে না তোমায়—আর এদিকে এক গাঁদাল পাতার ঝোল আর ভাত গিলে গিলে হাড়গিলে চেহারা হয়ে গেল আমার।

'সত্যি, হাড়ে বাতাস লেগেছে আমার। হাঁপ ছেড়ে বলেন বৌদি: 'রাত-দিন রান্নাঘরের হাঁড়ি ঠেলা আর নানান খাদ্য রান্নার হাঙ্গামা মিটে গেছে সব। ভালোই হয়েছে একরকম। আর বলতে কি, বলতে নেই, চেয়ে দ্যাখো ওঁর দিকে—এই খেয়ে চেহারাটা কি কিছু খারাপ হয়েছে তোমার দাদার?

তারপর মনে হল, ও'র টাকা যেমন অগাধ, শরীরের পর্রাজও তেমনি গাদা-খানেক! ওই পুঞ্জীভূত দেহের থেকে, ও'র ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের মতই, অল্পবিস্তর খসে গেলেও টের পাবার যো নেই কিছু। সমুদ্র থেকে দু কলসি জল তুললেই কি আর তাতে ফেললেই বা কী!

'চলুন, একটু ঘুরে ফিরে আসা যাক।' বললেন আমায় হর্ষবর্ধন: 'খিদেটা একটু চাগিয়ে আনিগে। খিদেটাকে চাগাড় দিয়ে আনা যাক। এসেই ত সেই এক গাদা গাঁদাল পাতার ঝোল নিয়ে বসতে হবে। চলুন খানিক ময়দানের হাওয়া খেয়ে আসি।'

পথে যেতে যেতে সুর ভাঁজতে লাগলেন তিনি। আওয়াজটা স্পষ্ট হতে টের পেলাম, না, গান না, কান্নাই বলা যায় একরকম। খিদের জ্বালায় বুঝি মহাকাব্য ফেঁদেছেন হর্ষবর্ধন।

তিনি আওড়াচ্ছেন, স্পষ্ট আমি শুনলাম—

'পেটের বড় জ্বালা···দুই হাত পা লটর পটর···কর্ণে ধরে তালা!' উৎকর্ণ হয়ে আমি শুনলাম। তারপর তাঁকে শুধালাম—'তার মানে?'

'তার মানে, চলুন না আপনি, টের পাবেন এক্ষুনি।' তিনি জানান—'আপনাকে কেমন লটর পটর খাওয়াব।'

'সে আবার কি?' আমি থমকে দাঁড়াই 'না, কোথাও গিয়ে লটপটানি খেতে—লটপট করতে আমি রাজি নই।'

'করতে না মশাই, খেতে হয়। লটপট একরকমের খাব্যর। এক পাইস হোটেলে খাইয়ে থাকে। সেইখানেই যাচ্ছি আমরা।'

অলিগলি পেরিয়ে আমাকে নিয়ে উঠলেন এক পাইস্ হোটেলে।

বললেন, 'নামে পাইস হোটেল মশাই, কিন্তু পয়সায় কিছু মেলে না আর আজকাল। টাকার কারবার সব। মাছের টুকরোই বলুন আর মাংসের টুকরোই বলুন, সব এক টাকা করে দাম। কোন্‌কালে কেবল পাইসে মিলত খোদাই জানেন! পুরো একপ্লেট ভাতের দামও এখানে একটাকা।'

দুজনে ভেতরে গিয়ে বসলাম একধারের লম্বা টেবিলে—একাধারে টেবিল-বেঞ্চিও বলা যায় এটাকে—ঠিক ইস্কুলে যেমনটি থাকে।

'চেয়ে দেখুন না খাদ্য তালিকার দিকে—ঐতো টাঙানো রয়েছে সামনেই।' তিনি দেখালেন।

দেখলাম—সত্যিই! মাছভাজা, মাছের ঝোল, মাছের কালিয়া, দমকারি, মাংসের প্লেট, হরেকমারি খাদ্যাখাদ্য থরে থরে সাজানো—চক্‌খড়ির দামে কেউ একটাকার কম যায় না।

আরো দেখলাম, কলকাতায় বাজারে মাছের তাল না পাওয়া গেলেও এখানে তাদের বিরাট সম্মিলনী। পাবতা মাছ, টেংরা মাছ, রুই মাছ, ভেটকি মাছ, ইলিশ মাছ, গলদা চিংড়ি, শাঁড় মাছ—আরো কত কী মাছ—তার ইয়ত্তা হয়

না। ঝাল ঝোল কালিয়া কোর্মা কোপ্তা কাবাব সব মিলিয়ে এক পেল্লায় ভোজন পর্ব। ভোজ্য পর্বতও বলা যায়।

'পয়সায় কুলোয় না মশাই! পয়সা দিয়ে কিছু মেলে না এখানে। রুপিয়া ফেলে খেতে হয় সব কিছু। ঐ যে লোকটি দেখছেন বসে আছেন কাউণ্টারে—উনিই এই হোটেলের মালিক। অনেক টাকার মালিক মশাই। দেখলে চেনবার যো-টি নেই. বসে বসে রুপিয়া গুনেছেন খালি।'

'বহু-Rupee বলুন তাহলে!' আমি বললাম।

'পয়সায় কুলোবে না বলে একশ টাকার নোটখানা এনেছি।' দেখালেন তিনি—'সব টাকাটাই উড়িয়ে দিয়ে যাব। তার কমে ভাল খাওয়া হয়না আজকের দিনে।'

বলে কি লোকটা? এর না অগ্নিমান্দ্য? কিচ্ছুটি নাকি হজম হয় নাকো। খালি গাঁদালপাতার ঝোল আর ভাত বরাদ্দ? না খেয়ে খেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়। তাই হন্যে হয়ে পাগলের মতন এই খাদ্যের অরণ্যে এসে ঢুকেছে…

ভেবেছিলাম খাবারের লিস্ট দেখে ঘ্রাণেন অর্ধভোজন সেরে হৃষ্ট হয়ে ফিরে যাবে, কিন্তু না, পরক্ষণেই ভুল ভাঙলো আমার। দুম করে তিনি হুকুম দিয়ে বসলেন—

'দু থালা ভাত। সব চেয়ে সরেস চালের। আর যত রকমের ভাজাভুজি আছে সব। সেই সঙ্গে দুপিস করে মাছ ভাজা, পোনা মাছ, ইলিশ মাছ, ভেটকি মাছ প্রত্যেকটার ভাজা। আরো যা যা মাছ ভাজা আছে দিতে পারেন। ভাতের সঙ্গে মাখন চাই এবং পাতি নেবু দুপিস করে।'

এসে গেল সব একে একে। বসে গেলাম খেতে। আলু পটল বেগুন উচ্ছে ইত্যাদির ভাজাভুজির সহযোগে মাখন মাখানো গরম ভাত মাছভাজাগুলির সঙ্গে খেতে যা খাসা লাগলো! দুজনে মিলে সাবাড় করতে লাগা গেল।

একটু না এগুতেই হর্ষবর্ধনের ফরমাস আবার—'নিয়ে আসুন, রুই মাছের কালিয়া, চিংড়ি মাছের মালাইকারি আর মাগুর মাছের ঝোল। ডবোল ডবোল।'

এসে গেল চাইতে না চাইতেই। খানিক বাদেই হাঁকলেন উনি আবার—'দই মিষ্টি সব রেডি আছে ত? কথায় বলে মধুরেন সমাপয়েৎ!

বেয়ারের লোকটি ঘাড় নাড়ল—'আজ্ঞে হাঁ—সমাপয়েৎ আছে বইকি আপনার।

'এরপর তো গঙ্গাযমুনা? এর পরেরটা কই? ওর তলব সঙ্গে ডবল ডবল।

অতিকায় কই মাছ এসে পড়লো পাতে। তার এক পিঠে ঝাল অপর পিঠে অম্বল। সেই গঙ্গাযমুনা বেশিক্ষণ প্রবাহিত হতে পেল না। উঠে গেল পাতে পড়তে না পড়তেই।

'এইবার আনুন সেই ইলিশ মাছের দোহা।'

'ইলাহী ? ইলাহী কী আবার ?' ইলাহীর মানে আমার যৎসাম ন্য বিদ্যায় কুলয়ে উঠতে না পেরে বাধ্য হয়ে শুধোতে হল ওনাকে।

'ইলাহী কারবার।' জানালেন উনি : 'ওরা সাতে। ওর মানে হচ্ছে সাত প্রস্থের ইলিশ মাছ সাত রকমের সাতখানা। সপ্তরথী।'

'এক প্রস্থ ত হয়েই গেছে—ইলিশ মাছ ভাজা ত পেয়েই গেছি গোড়ায়।' আমি প্রকাশ করি : 'আর ছ প্রস্থ বলুন তাহলে।'

'ছয় নয়।' উনি বলেন, 'আরো সাত রকমের বাকি আছে এখনো।'

'যথা ?'

'যথা, ইলিশ মাছের ঝোল, ইলিশ মাছের ঝাল, ইলিশ মাছের কালিয়া, ইলিশ ভাতে, সর্ষে ইলিশ, দই ইলিশ, ইলিশ মাছের রোস্ট এই সাত এবং পুনশ্চ……।'

পুনশ্চ ! আমি হাঁ হয়ে গেছলাম। 'পুনশ্চ আবার ?'

'দেখতেই পাবেন। এগুলো খেয়ে শেষ করুন ত আগে।' শেষ না হতেই তিনি হাঁকলেন ফের—'এবার আনুন আপনাদের সেই লটরপটর। এবার আমরা লটরপটর খাব দুজনায়।'

'লটর পটর নয়, লটপাট। জানালো সেই কোণঠাসা লোকটা—'আমাদের ইলিশ মাছের লটপাটি, ত্রিভুবন বিখ্যাত।'

লটপাটি খেয়ে ঢেঁকুর তুলে হর্ষবর্ধন বললেন—'এবার সেই আপনাদের শেষ বেশ। ইলিশ মাছের অম্বল।'

'এর পর আবার অম্বল ?' না বলে আমি পারি না—'যা খাওয়া হয়েছে এতেই অম্বল হবে অমনিতেই ; না- হয়ে যায় না। এর পরও আবার অম্বল ক্যানো ?

'ইলিশ মাছের অম্বল। সেটা মাছের মধ্যে ধর্তব্য না, ইলিশ মাছের মাথা আর কাঁটা ফাঁটা দিয়ে। কিন্তু খেতে যা খাসা ! তিনি অম্বলের ঝোলের সঙ্গে নিজের জিভের ঝোল টানলেন।

'ইলিশ মাছের একেবারে নয় ছয় বলুন না ! কিন্তু আপনার না অগ্নিমান্দ্য ; কিছুই নাকি হজম হয় না আপনার – বলছিল যে আপনার ভাই ?'

'হয়ই নাত। বার্লিটুকুও সহ্য হয় না আমার পেটে। মিথ্য নয় মশাই।

'তাহলে এসব, এত……সব ?'

'এ হতভাগা কবরেজটার জন্যই। এমন এক বিদঘুটে দাবাই দিয়েছে আমায়' বলে পকেট থেকে একটা কৌটো তিনি বার করলেন— 'এই ওষুধের জন্যেই তো।'

'তার মানে ?' আমি তো আরো অবাক।

'কবরেজি ওষুধ খাবার বিধি ব্যবস্থা জানেন কিছু ? সব ওষুধের সঙ্গে একটা করে লেজুড় থাকে—তার নাম অনুপান। সেটা ওষুধের সঙ্গে খেতে

হয়। তা না হলে তেমন নাকি ফল হয় না। এরও একটা অনুপান গোছের ছিল।'

'তা তো থাকবেই।' আমি ঘাড় নাড়ি—কিছু না জেনেও অনুমান করে নিই।

'সেই অনুপানটা আরো বিদঘুটে। কী সব শেকড় বাকড় রোজ বাজার থেকে কিনে আনো। তারপর চার সের জলে চার ঘণ্টা ধরে সেদ্ধ করে চার ছটাক থাকতে নামাও, তারপরে চারঘণ্টা ধরে ঠাণ্ডা করে ওষুধের সঙ্গে গেলো। শেকড় বাকড়ের নাম শুনেই মনে হয়েছিল সে খেলে আর বলতে হবে না, খাবারদাবার সব গুলিয়ে উঠে এই গুলির সঙ্গেই বিলকুল বেরিয়ে আসবে তক্ষুনি। তাই আমি ভাবলাম, পানীয়ের বদলে খাদ্যেই যাই না কেন? অনুপানের বদলে অনুখাদ্যে।'

'এই কি আপনার অনুখাদ্য? এই খাদ্যকে কি অণুপরিমাণ বলা চলে? বরং আণবিক—মানে, আণবিক বোমার মতই দানবিক ভোজের ভোজ বলতে হয়।' বলতে আমি বাধ্য হই।

'করব কি মশাই! মোক্ষম দাওয়াই যে। না যদি কিছু খাই তো সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষলাভ—সাক্ষাৎ মৃত্যু তখুনি······'

'অ্যাঁ? এমন ওষুধ?'

'তবে আর বলছি কি!'

অবাক হয়ে শুনতে হয় আমায়—

'কবরেজি ওষুধ কথা কয়, কথায় বলে নাকি! এই গুলি-গুলিও কম কথক নয় মশাই। খাবার সঙ্গে সঙ্গে সব হজম। অবার সেই চোঁ চোঁ খিদে। আবার কসে সাঁটনে আবার খান গুলি। আবার এক গুলিতে সব সাবাড়। আবার খিদে······আবার খাবার ······ আবার গুলি······আবার······'

'থামুন! থামুন! আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে কেমন! মাথা ভোঁ ভোঁ করছে!'······ইলিশ মাছের পাথারে সাঁতার কাটতে কাটতে বলি। মাথা গুলিয়ে যায়!

'দুবেলায় পুরো একশ টাকার খেতে হয় আমায়। এই এক টাকার গুলির জন্যে মশাই! যদি এত এত না খাই তাহলে আমার পেটের নাড়িভুঁড়ি সব হজম হয়ে মারা পড়বো নির্ঘাৎ। এই গুলিতেই আমার খতম।'

'কিন্তু গোবরা বলছিল আপনার কি হজম হয় না।'

'হয়ই নাতো। সাবু দানাটি পর্যন্ত হজম হয় না। বলেছে ঠিকই। কিন্তু কী করব, এতসব না খেয়েও আমার উপায় নেইকো। যা অব্যর্থ আমার কবিরাজ! এই যে হজমগুলি দিয়েছেন আমাকে—আপনিও খান না একটু—বলে আমায় একটা গুলি দিয়ে নিজেও তিনি একখানা গিললেন।

'এ খেলে নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যায়। এই গুলি রোজ তিনটে করে খেতে হবে আমার—এই ব্যবস্থা। পাছে নিজের নাড়িভুঁড়ি অব্দি হজম করে না বসি সেই ভয়ে বাধ্য হয়েই এত এত খেতে হচ্ছে আমায়। কি করি?

Harshabardhaner Hajam Hoyna by Shibram Chakrabarty

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com